আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভেড়া পালন

সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও
সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট এ, গবেষণা-২য় পর্যায়)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভেড়া পালন

ভূমিকা

বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের একটি বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ। বিপুল জনসংখ্যার চাপ সত্ত্বেও ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে প্রতি বছর গড়ে ৬ শতাংশের বেশি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্থিরমূল্যে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ছিল ১৬.৩৩ শতাংশ। এর মধ্যে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ছিল ১.৭৮ শতাংশ (প্রাক্কলিত)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ১২.৬৪ শতাংশ এবং প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১.৭৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়। জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অংশ স্বল্প হলেও দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, চামড়া ও চামড়া জাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানি, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তায় এর ভূমিকা অপরিসীম।

প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের হতদরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। অন্যান্য গবাদিপ্রাণী ও পাখির পাশাপাশি ভেড়া পালন দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী ২০১৪ এর শেষে গবাদিপ্রাণী ও হাঁস, মুরগির সংখ্যা দাড়ায় প্রায় যথাক্রমে ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার ও ৩০ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬৮ হাজার। এর মধ্যে মোট ভেড়ার সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৫৬ হাজার

সারণী-১ঃ ভেড়া এবং অন্যান্য গবাদি প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান

প্রাণী/পাখি	আর্থিক বছর অনুযায়ী সংখ্যা (লক্ষ)						
	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
ভেড়া	২৭.৮	২৮.৭৭	২৯.৭৭	৩০.০২	৩০.৮২	৩১.২০	৩১.৫৬
গরু	২২৯.০	২২৯.৭৬	২৩০.৫১	২৩১.২১	২৩১.৯৫	২৩২.৪১	২৩৪.৩৯
ছাগল	২১৫.৬	২২৪.০১	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯	২৫১.১৬	২৫২.১২	২৫৬.১১
মহিষ	১২.৬	১৩.০৪	১৩.৪৯	১৩.৯৪	১৪.৪৩	১৪.৪৭	১৪.৫৪
মোরগ-মুরগি	২১২৪.৭	২২১৩.৯৪	২২৮০.৩৫	২৩৪৬.৮৬	২৪২৮.৬৬	২৪৬৬.০০	২৫৯৪.১৮
হাঁস	৩৯৮.৪	৪১২.৩৪	৪২৫.৭৭	৪৪১.২০	৪৫৭.০০	৪৬৬.৩৫	৪৮০.৫০

তথ্য সূত্র ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪ (*ফেব্রুয়ারী/২০১৪ পর্যন্ত)

(বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৫ হাজারের অধিক ভেড়ার খামার গড়ে ওঠেছে। এর মধ্যে প্রায় ৩,৪৭৩ টি খামার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত। অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে সহজে ভেড়া পালন পালন করা যায়। ভেড়া পালন পালন নিঃসন্দেহে লাভজনক।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভেড়া পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিশেষ করে, পল্লি অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র ও বেকার জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবারের সদস্যদের পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষা এর সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িত।

এদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে এ বিপুল সংখ্যক নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলা সম্ভব। ভেড়া পালন করার মাধ্যমে পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র ও দুস্থ্য মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে। যা সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে সহায়তা করবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা যাবে।

চিত্র ১ঃ গ্রামীণ মহিলাদের বাণিজ্যিক ভাবে ভেড়া পালন

চিত্র ২ঃ সেমি-ইনটেনসিভ ও মাচা পদ্ধতিতে ভেড়া পালন

ভেড়া উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মাংস ও জীবন্ত ভেড়া রপ্তানী করে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। কারণ, বিশ্ব বাজারে ভেড়ার মাংসের চাহিদা ও দাম দুটোই বেশী। উন্নয়নশীল বিশ্বে ভেড়া পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। ভেড়া থেকে প্রধানতা মাংস, পশম, চামড়া, দুধ, জৈবসার ছাড়াও খামারীর জীবন্ত বীমা (Live insurance) হিসাবে প্রয়োজনের সময় অর্থ যোগন দেয়।

চিত্র ৩ ঃ ভেড়ার পশম সংগ্রহ

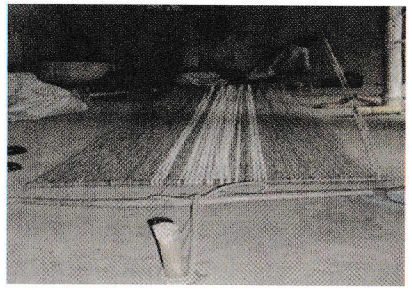

চিত্র ৪ ঃ ভেড়া পশম থেকে বস্ত্র তৈরী

ভেড়ার মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। ভেড়ার পশম বা উল সংগ্রহ করে তা থেকে বিভিন্ন ধরনের কার্পেট, কম্বল এবং মাদুর প্রস্তুত করা যায়। তাছাড়া, পাটের আঁশের সাথে ভেড়ার পশম মিশিয়ে উন্নতমানের শাল প্রস্তুত করা সম্ভব। ভাল মানের পশম থেকে উৎকৃষ্ট মানের সূতা তথা দামী পশমী বস্ত্র তৈরী করা সম্ভব। ভেড়ার চামড়া হতে বিভিন্ন চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। এছাড়াও ভেড়ার রক্ত অত্যন্ত পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ। এই রক্ত দিয়ে অতি উন্নতমানের পশু খাদ্য তৈরী করা যায় যা, "ব্লাড মিল" নামে পরিচিত। এই ব্লাড মিল বা পশু খাদ্য তৈরী করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

চিত্র ৫ ঃ ভেড়ার পশমের তৈরী বিশেষ ধরনের পশমী চাদর ও কম্বল

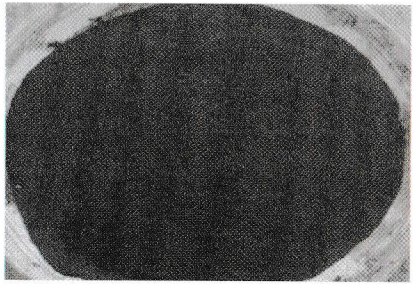

চিত্র ৬ ঃ ভেড়ার রক্ত থেকে তৈরীকৃত "ব্লাড মিল"

ভেড়া পালনের জন্য পাহাড়ী অঞ্চল বিশেষভাবে উপযোগী। কিন্তু এদেশে পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া পালন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি। পাহাড়ী অঞ্চলের জনগনের আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভেড়া পালন বিশেষ ভুমিকা পালন করতে পারে। ভেড়া পালন সুবিধাজনক বিধায় সারাদেশে ব্যাপকভাবে এর সম্প্রসারণ করা অত্যন্ত জরুরী। ভেড়া সামুদ্রিক এলাকা, নদীর চরাঞ্চলে ও উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা পানি এবং এসব অঞ্চলের লবণাক্ত মাটিতে গজানো ঘাস খেয়েই প্রতিপালিত হয়। আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ভেড়ার খামার প্রতিষ্ঠা ও ল্যাম্ব মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে বেকার শিক্ষিত

যুবকদের আত্ন-কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এছাড়াও ল্যাম্ব মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে মাংস, চামড়া, পশম ইত্যাদি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি অন্যতম খাত হতে পারে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ভেড়া পালনের ভূমিকা

বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ ও সীমিত সম্পদের দেশ। ২০০৫ সালে এদেশের চরম দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০.৪০ শতাংশ যা ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুযায়ী)। ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী শহর অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার ছিল ২১.৩ শতাংশ এবং পল্লি অঞ্চলে ছিল ৩৫.২ শতাংশ। যা শহর অঞ্চল ১৩.৯ শতাংশ বেশি।

পল্লি অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার কমাতে ভেড়া পালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভেড়া নিরীহ ও ছোট প্রাণী এবং সুশৃঙ্খল ও দলবদ্ধভাবে থাকতে পছন্দ করে। স্বল্প পুজিতেই ভেড়া পালন করা যায় এবং ঝুঁকিও কম। এদের খাদ্য আবাসন ব্যবস্থাপনা এবং লালন পালন করা সহজ। ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি। এটি গরু-ছাগলের সাথে মিশ্রভাবেও পালন করা যায়। একটি ভেড়া সাধারণত বছরে ২ বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গড়ে ২টি করে বাচ্চা দেয়। এরা রাস্তার ধার, পুকুর পাড় ও পতিত জমির ঘাস, সাইলেজ, হে খড়, দানাদার খাদ্য, লতা-পাতা, আগাছা ও উচ্ছিষ্ট পদার্থ খেয়ে বেচেঁ থাকে এবং গরুর মত মাটিতে চরে খেতে পছন্দ করে। যে সকল খামারীদের গাভী পালন করার সামর্থ নেই তারা অনায়াসে ২-৩টি ভেড়া পালন করতে পারে। শান্ত সুশৃঙ্খল হওয়ায় একজন লোক অনায়াশে ৫০-১০০ টি ভেড়া পালন করতে পারে। ভেড়ার মাংস তুলনামূলক নরম, রসালো, সুস্বাদু এবং বিশেষ কোন গন্ধ নেই। ভেড়া পালন ভূমিহীন, দরিদ্র ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়।

সারণি-২ এ ছাগল ও ভেড়া পালনের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি ২ ঃ ভেড়া ও ছাগল পালনের তুলনামূলক আয়-ব্যয়ের হিসাব

বিষয়	ভেড়া	ছাগল	ব্যবধান
	ভেড়া প্রতি টাকা	ছাগল প্রতি টাকা	টাকা
মোট আয়	২১৩০	২৭০৪	-৫৭৪
মোট ব্যয়	৯৮৪	১৯৭৭	-৯৯৩
নীট আয়	১১৪৬	৭২৭	৪১৯
আয়-ব্যয় অনুপাত (বিসিআর)	২.১৬	১.৩৭	০.৭৯

তথ্য সূত্র ঃ মাঠ সমীক্ষা, ২০১০

সারণি-২ দেখা যাচ্ছে ছাগল পালন থেকে ভেড়া পালন অধিক লাভজনক। স্বল্প পুজি ও স্বল্প শ্রম ব্যয় করে ভেড়া পালন করা যায়। ভেড়া গড়ে ছাগলের থেকে বেশি বাচ্চা দেয়। ফলে, ভেড়া পালন করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনতে ভেড়া পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভেড়া ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বৈশিষ্ট্য

সুস্থ্য ভেড়া চেনার উপায়

- ❖ সুস্থ্য ভেড়া একাগ্র ভাবে খাদ্য গ্রহণ করে এবং দলবদ্ধ অবস্থায় থাকতে পছন্দ করে।
- ❖ মাথা শরীরের সাথে সমান্তরাল ভাবে থাকে এবং সবসময় সাবলীল ভঙ্গিমায় থাকে।
- ❖ নাক, মুখ ও চোখ পরিচ্ছন্ন থাকবে।
- ❖ সাস্থ্যসম্মত পরিবেশে পালিত সুস্থ্য ভেড়ার পশমে অনাবৃত অংশসমূহ উজ্জল ও নরম দেখাবে।
- ❖ পা শক্ত ও সুঠাম গড়নের হবে ও কোনো রকম খুঁড়িয়ে চলবে না।
- ❖ দুধের বাট ও ওলান নরম বা স্পঞ্জের মত হবে।
- ❖ সুস্থ্য ভেড়ার পায়খানা দানাদার হবে, প্রসাবের রং থাকবে শুকনা খড়ের রঙয়ের মত এবং পায়ু অঞ্চল পরিচ্ছন্ন থাকবে ।
- ❖ সুস্থ্য ভেড়ার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মিনিটে নাড়ী স্পন্দন এর হার ৭০-৯০ ও দেহের তাপমাত্রা ৩৯° সেঃ বা ১০২° হয়ে থাকে।
- ❖ স্বাভাবিক অবস্থায় এদের পেটের স্পন্দন (Rumen movement) এর হার প্রতি ৫ মিনিটে ৫-৭ বার।
- ❖ চোখে বা মুখের ভিতরের মিউকাস মেমব্রেন উজ্জল থাকবে।

পাঁঠার ক্ষেত্রে

- ❖ পাঁঠার বয়স ১২ মাসের মধ্যে হতে হবে। অন্ডকোষের আকার বড় এবং সুগঠিত হতে হবে।
- ❖ পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।
- ❖ পাঁঠার মা, দাদী বা নানীর উৎপাদন, স্বাস্থ্য ও প্রজনন ক্ষমতার বিস্তারিত তথ্যাদি সন্তোসজনক হতে হবে।

ভেড়ীর ক্ষেত্রে

- ❖ নির্বাচিত ভেড়ী হবে অধিক উৎপাদনশীল বংশের ও আকারে বড়।

- ❖ নয় বা বার মাস বয়সের ভেড়ী (গর্ভবতী হলেও কোনো সমস্যা নেই) কিনতে হবে।
- ❖ ভেড়ীর পেট তুলনামুলকভাবে বড়, পাজরের হাড় প্রসারিত, চওড়া ও দুই হাড়ের মাঝখানে কমপক্ষে এক আঙ্গুল ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- ❖ নির্বাচিত ভেড়ীর ওলান সুগঠিত ও বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

বয়স নির্ণয়

ভেড়ার দাঁত দেখে বয়স নির্ধারণ করতে হয়। বয়স ১২ মাসের নিচে হলে দুধের সবগুলো দাঁত থাকবে। ১২-১৫ মাসের নিচে বয়স হলে স্থায়ী দাঁত এবং ৩৭ মাসের উর্ধ্বে বয়স হলে ৪ জোড়া স্থায়ী দাঁত থাকবে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়াদি

স্বাস্থ্যবান ও গ্রহণযোগ্য ভেড়া অবশ্যই সকল ধরনের সংক্রামক ব্যাধি, চর্মরোগ, জন্মগত ও বংশগত রোগমুক্ত হতে হবে। পিপিআর, ফুটরোট, ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ, এনথ্রাক্স ইত্যাদি মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব পূর্ণ এলাকা থেকে ভেড়া সংগ্রহ করা যাবে না। উক্ত এলাকা কমপক্ষে ৪ মাস আগে থেকে রোগের প্রাদুর্ভাব মুক্ত থাকলে তবেই সেখান থেকে ভেড়া সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ভেড়া ক্রয়

সাধারণত যমুনা বেসিন এলাকা যেমন, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম; বরেন্দ্র অঞ্চল যেমন, রাজশাহী, নওঁগা, চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর; এবং নোয়াখালী উপকুলীয় অঞ্চল যেমন, সুবর্ণচর, কোম্পানিগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় উন্নত মানের দেশী ভেড়া পাওয়া যায়। এসব স্থান থেকে স্থানীয় উপজেলা প্রাণিচিকিৎসকের সহায়তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খামারের জন্য ভেড়া ক্রয় করা যেতে পারে।

জৈব নিরাপত্তা

একটি খামারকে লাভজনক করতে হলে এর পরিবেশ অবশ্যই রোগ বালাই মুক্ত রাখতে হবে। এর জন্য জৈব নিরাপত্তা যথাযথভাবে মেনে চলা প্রয়োজন।

খামার এলাকার বেড়া বা নিরাপত্তা বেস্টনী এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে সেখানে অনাকাঙ্খিত ব্যক্তি, শেয়াল-কুকুর ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী প্রবেশ করতে না পারে। প্রবেশ পথে ফুটবাথ বা পা ধোয়ার জন্য ছোট চৌবাচ্চায় জীবাণুনাশক মেশানো পানি রাখতে হবে। খামারে প্রবেশের আগে খামারে গমনকারী তার জুতা অথবা পা ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত হবেন। খামারের জন্য সংগৃহীত নতুন ভেড়া

সরাসরি খামারে বিদ্যমান ভেড়ার সাথে রাখা যাবে না। নতুন ভেড়াকে স্বতন্ত্র ঘরে সাময়িকভাবে পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের ঘরকে পৃথকীকরণ ঘর বা আইসোলেশন শেড বলে। অন্ততপক্ষে দুই সপ্তাহ এই শেডে রাখা বিশেষ জরুরি। এসব ভেড়ার প্রাথমিক কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমে এদেরকে বহিঃপরজীবী ও অন্তঃপরজীবীর জন্য কার্যকর কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে, ইনজেকশন দিতে হবে এবং পরবর্তীতে বছরে তিনবার কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে অথবা ইনজেকশন করতে হবে। ভেড়াকে প্রতি সপ্তাহে গোসল করা এবং প্রতি মাসে ০.৫% ম্যালাথিয়ন দিয়ে ডিপিং করা জরুরি। ভেড়ার বাসগৃহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুনাশক ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

চিত্র ৭ ঃ ভেড়ার খামার

চিত্র ৮ ঃ ভেড়ার খামারে ঢোকার প্রধান সড়ক যেখানে জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি রাখা হয়েছে

ভেড়ার বাজারজাতকরণ

সাধারণত এদেশীয় প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ওজন ২৫-৩০ কেজি হয়ে থাকে। এই ওজনে পৌঁছাতে ভেড়ার দেড় থেকে দুই বছর সময় লাগে। উপযুক্ত খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় আরো কম সময়ে এ ওজন হতে পারে। উন্নত বিশ্বে ভেড়াকে ১২ মাসের মধ্যে জবাই করা হয়। এই ধরনের ভেড়ার মাংসকে ল্যাম্ব মিট বলে। উপযুক্ত খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় এক বছরের মধ্যে এ দেশীয় ভেড়া ১৭-২০ কেজি ওজন হয়; যা থেকে ৭.৫ থেকে ৯.৫ কেজি মাংস পাওয়া যায়। এক বছরের বেশী বয়স্ক ভেড়ার মাংসে আনুপাতিক হারে চর্বির পরিমাণ বেশি হয়; এতে করে প্রতি কেজি মাংস উৎপাদন খরচও বেশি হয়। এসব দিক বিবেচনায় ভেড়াকে ৯-১২ মাসের মধ্যে বাজারজাত করাই উত্তম।

বাজারজাত করার ২১ দিন পূর্বে ভেড়াকে পিপিআর ভ্যাকসিন দিতে হবে। পরিবহণের পূর্বে ভেড়াকে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ ও চিটাগুড় মিশ্রিত পানি (১ লিটার পানিতে লবণ ১০ গ্রাম ও ৩০ গ্রাম চিটাগুড়) অথবা গ্লুকোলাইট খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

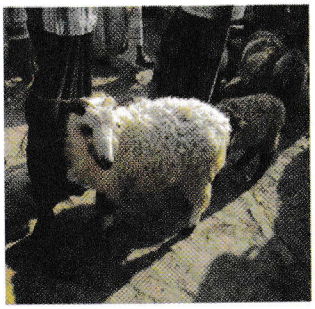

চিত্র ৯ ঃ ভেড়া বাজারজাতকরণের জন্য স্থানীয় হাটে নেয়া হয়েছে

চিত্র ১০ ঃ ভেড়ার মাংস কসাইখানায় বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে

এদেশের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা সনাতন। খামারীগণ স্থানীয় বাজারে পাইকার/বেপারীর নিকট ভেড়া বিক্রি করে। এরা আবার দেশের বড় বড় শহরে কসাইদের কাছে ভেড়া বিক্রি করে থাকে। কসাইদের কাছ থেকে মাংস কিনে নেয় সাধারণ ক্রেতা ও হোটেল মালিকরা। মধ্যস্বত্ব ভোগী পাইকার/ব্যাপারীদের কারণে অনেক সময় খামারী দাম কম পায়। অথচ ক্রেতাকে অধিক দামে মাংস কিনতে হয় !

ভেড়ার মাংস বিদেশে রপ্তানি করার ব্যাপক সম্ভবনা রয়েছে। মাংস রপ্তানি করার জন্য ভেড়ার মাংসের উৎপাদন বাড়াতে হবে; সাথে সাথে মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

ভেড়া বাজারজাতকরণ

সনাতনী ব্যবস্থা

খামারী → পাইকার/বেপারী → কসাই → ক্রেতা

উপসংহার

ভেড়া পালন পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে; বিশেষ করে, গ্রামীণ দুস্থ্য মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে ভেড়া পালন ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তাই, খাদ্য নিরাপত্তা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভেড়া পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।